দৈনিক ইনকিলাব

014

তারিখ 14 MAR 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

ভুবনজয় সরকারী স্কুলের শিক্ষকরা ২ বছর যাবত বেতন বঞ্চিত

রাঙ্গামাটি (পার্বত্য জেলা), ১৩ মার্চ (সংবাদদাতা)।— এখানকার জুরাইছড়ি উপজেলার ভুবনজয় সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা প্রায় ২ বছর যাবত বেতন ভাতাদি থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। দুই বছর পূর্বে বিদ্যালয়টি বেসরকারী ছিল।

জুরাইছড়ি রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন একটি প্রত্যন্ত উপজেলার নাম। এখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের একমাত্র মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উল্লেখিত বিদ্যালয়টি ১৯৮৬ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট এইচ, এম, এরশাদ সরকারীকরণের নির্দেশ দেন।

প্রেসিডেন্টের নির্দেশের পরও দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ায় স্কুল কর্তৃপক্ষ কাপ্তাই অঞ্চলের আঞ্চলিক অধিনায়কের নিকট সরকারী নির্দেশ না পাওয়ার অভিযোগ করেন।

পরবর্তীতে সম্পূর্ণ সরকারী কার্যবিধি প্রচলনের নির্দেশ আসে এবং বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষককে সরকারী বেতন স্কেলে নিয়োগ প্রদান করা হয়। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, বিদ্যালয়টি সরকারীকরণ হওয়ার পরে শিক্ষাকগণ কোন প্রকার সরকারী বেতন-ভাতাদি পাচ্ছেন না। ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।

এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কছে বার বার আবেদন-নিবেদন করা সত্ত্বেও কোন প্রকার ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

টেক্সটবুক বোর্ড

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এবং সাধারণ সম্পাদক আকমল আহম্মদসহ নেতৃবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠকালে বলা হয় যে, প্রাথমিক শ্রেণীর পুস্তক মুদ্রণের জন্য কতিপয় প্রেসকে বিদেশী অফসেট কাগজ সরবরাহ করা হলে প্রেসগুলো তা বিক্রি করে ফেলে। প্রায় ২৭ লাখ টাকার কাগজ বিক্রি করা হলেও বোর্ড অদ্যাবধি এ টাকা আদায়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি বলে অভিযোগও করা হয়। উপরন্তু প্রিন্টার্স কনসোর্টিয়াম নামে একটি প্রেস ১৯৮৭ সালে ৫শ' ১৫ রীম বিদেশী অফসেট কাগজ বিক্রি করে দেয়া সত্ত্বেও এই প্রেসকে ১৯৮৮ সালে আবারো বই ছাপা ও বাঁধাই-এর কাজ দেয়া হয়েছে বলে সমিতি জানায়।

উল্লেখ্য, প্রিন্টার্স কনসোর্টিয়ামের মালিক বোর্ডের সদস্য টেকস্ট বুক-এর স্ত্রী। সদস্য টেকস্ট বুক নিজ প্রভাব খাটিয়ে এই প্রেসের জন্য সোনালী ব্যাংক টেকস্ট বুক শাখা হতে ঋণও নিয়েছে বলে অভিযোগে প্রকাশ।

সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয় যে, বোর্ডের বই মুদ্রণ তালিকাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরামর্শদানের জন্য ২০তম বোর্ড সভায় উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়। বছরে ২বার উপদেষ্টা সভা অনুষ্ঠানের কথা থাকলেও এ পর্যন্ত কোন সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। ১৯৮৮ সালের ছাপার কাজ এলটমেন্টের ব্যাপারেও অনিয়মের অভিযোগ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে বিশেষ মহলের স্বার্থ কাজ করছে বলে তারা উল্লেখ করেন। বোর্ডের কাছে প্রতিকার না পেয়ে বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ শিক্ষা সচিব ও ভাইস প্রেসিডেন্টের সাথেও দেখা করেছেন। তবে পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয়নি বলে সমিতির পক্ষ থেকে উল্লেখ করা হয়। বিনা নোটিফিকেশনে শুধু ব্যক্তিস্বার্থের বিনিময়ে নতুন তালিকাভুক্তিকরণ এবং কার্যাদেশ প্রদান চলছে বলেও সাংবাদিক সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়। সদস্য টেকস্ট বুক বোর্ড অন্য একটি অনুষ্ঠানের জন্য রিপ্রিন্ট পাবলিশার্সদের কাছ হতে চাঁদা গ্রহণ করেছেন বলেও সমিতি অভিযোগ করেছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতি জাতীয় স্বার্থে টেকস্ট বুক বোর্ডের বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির সুক্ষ্ম প্রতিকার এবং বোর্ডের এসব দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের আশু অপসারণ দাবী করেন।